ছোটগল্প “ফাটল“

এক

প্রতিদিনের মত আজও ঘড়ির এ্যালার্ম বাজার সঙ্গে সঙ্গে শাহানার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভাঙ্গাতেই হবে। দায়ীত্ব বলে কথা। রুটিনটা আগে এমন ছিলনা। চাকরি নেওয়ার পর থেকে সকালের রুটিনটা বেশ টাইট যাচ্ছে। ধনির দুলারী হওয়া সত্বেও এই ছোট্ট সংসারটিকে আরেকটু বেগবান করার জন্য তার এই চাকরি নেওয়া। স্বামীর উপর চাপ কমাতে তার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, যতটুকু পারা যায়।

হাত মুখ ধুয়ে, নাস্তা বানিয়ে তৈরি হয়ে নিচ্ছে। নিজের জন্য ও তাহেরের জন্য দুপুরের হালকা লাঞ্চের বক্সটিও তৈরি হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে তার স্কুলের বাস চলে আসবে যথাসময়ে। তাহেরের উঠতে আরোও এক ঘন্টা বাকী। তাহেরের জন্য চায়ের কাপটা পিরিচ দিয়ে ঢেকে বেড টেবিলে রেখে দিল শাহানা। ঘুম থেকে উঠেই তাহেরের চায়ের দরকার হয়। এটা তার অনেক দিনের পুরানা অভ্যাস। অনেক বলার পরেও এ অভ্যাস বদলায়নি সে।

শাহানা ঘড়ি দেখলো আরো দশ মিনিট আছে বাস আসার। এই ফাঁকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিতে গেল তাহেরের রুমে। না, উঠেনি। বেহুশ ঘুমাচ্ছে। মনে হচ্ছে বড় ক্লান্ত ছিল। শাহানা স্কুলে শিক্ষকতা করছে এক বছর। এর মধ্যে এক দিনও হয়ে উঠেনি ওর সাথে বিদায় নিয়ে যাওয়ার। সে থাকে তখন ঘুমে।মাঝেমধ্যে প্রায় তার মনে অনুভূত হয় একটি সুন্দর বিদায়ের। এক সাথে নাস্তা করে, চা খেয়ে এক সাথে বের হয়ে পড়বো অফিসের উদ্দেশ্যে। তাতে দশ পনের মিনিট এদিক ওদিক হলে এমন কি হয়। অফিস কি গোল্লায় চলে যাবে? দুনিয়া কি থেমে যাবে? থেমে গেলে যাক। তবুও আমরা, আমরা দু'জনা। একটা অন্য রকম পৃথিবী, প্রতিটি সেকেন্ডের পার্টিকেল পর্যন্ত উপভোগ করবো। মনে মনে অনেক কথার ব্যাঞ্জনা তৈরি হতে থাকে। শুধু ব্যাঞ্জনা নয়, একদিন বলেওছিল,‘এই, তুমি একটু আগে উঠলেতো আমরা একসাথে নাস্তা করে অফিস বের হতে পারি, কথা বলতে পারি।’ টিভি দেখতে দেখতেই তাহের উত্তর দিয়েছিল,‘কি কথা?’

-আরে ধুর! কি কথা আবার। তেমন কোন নির্দিষ্ট কথা না কি। এমনি কথা বলা আর কি। একা একা অফিস বের হই ভাল লাগেনা।

-তো কি করার?

-কি করার আবার । উঠবা ব্যাস, আমার সাথে সাথে।

-ডাকবা, ডেকে তুলবা।

-ডাকলেওতো উঠনা । কুম্ভকর্নের মত ঘুমিয়ে থাক। মনে হয় ঘুমের ম্যারাথনে নেমেছ।

-রেফারীর বাঁশী বাজিয়ে উঠাবা।

এই রেফারীর বাঁশীটি আর বাজানো হয়না। তাহেরের এই ঘুমে জোর করে উঠাতে শাহানার বড় মায়া লাগে।

দুই

শাহানার বিয়ে হল তিন বছর। এখনও কোন সন্তানাদি হয়নি। মেডিক্যালের শরনাপন্ন হয়েছে। ডাক্তার বলেছে কোন সমস্যা নাই। শাহানা তবুও ভরসা পাচ্ছেনা। তিনটি বসন্ত ছুয়ে গেছে তার আর তাহেরের সংসারে। তবুও মনে হচ্ছে সে তাহেরকে বুঝে উঠতে পারেনি। সবসময় কেমন জানি একটা দুরত্ব ভাব। তাহেরের কিছু স্বভাবও ইদানিং শাহানাকে বেশ ভাবায়। সিগারেট খাওয়ার পরিমান আগের তুলনায় বেশ বেড়েছে। বেশ রাত করে ঘরে ফিরছে। শাহানার সঙ্গে তেমন একটা কথাও বলছেনা ভাল করে। প্রয়োজনীয় কথাবার্তাগুলার জবাবও দিচ্ছে না দেওয়ার মত করে। সবসময় একটা ব্যাস্ত ব্যাস্ত ভাব। সংসারে সময় দেওয়ার ব্যাপারে একেবারেই বেখায়াল হয়ে পড়েছে।

শাহানা ভেবে পায়না তার স্বামীর কি সমস্যা? তাদের কোন অভাব নাই সংসারে। সে বাবামার একমাত্র মেয়ে এবং খুব ধনি পরিবারেরিই মেয়ে। সব ধন-সম্পত্তি তারই। তার এসবে কোন অভাব নাই। শুধু অভাব তার স্বামীর কাছ থেকে একটু আদর ভালবাসা। যার পুজা করে এসেছে এতদিন মনে মনে। ভালবাসার সমস্ত অলংকার খুলে উজাড় করে দিতে চেয়েছে কিন্ত কতটুকু সার্থক হয়েছে জানেনা সে। শাহানার ভালবাসার বন্দরে একটি জাহাজ নোঙ্গার করে ফিরে বার বার, সে তাহের। কখনো মনে হয় জীবনের চেয়েও ভালবাসে তাকে।

রাত অবধি খাবার নিয়ে অপেক্ষায় বসে থাকে। অথচ সে খুব ভাল করেই জানে এত রাত করে বাড়ি ফেরার কোন কারণ নেই। চাকরির পরে সে কোন বিজনেস করেনা। তাহলে তাদের সংসারে কোন সন্তান নাই, এটাকি কোন বিরাগীর কারণ? না এটা কেন হবে ? সেওতো জানে তেমন কোন সমস্যা নাই। হাজারো প্রশ্নোত্তরে নিজেই দগধ হতে থাকে। মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে তাহেরের অবজ্ঞাগুলিকে। এভাবে আর চলেনা। পায়ের তলায় সামান্য আঘাত হলে যেমন মস্তিস্কে সঞ্চারিত হয় সাথে সাথে তেমনি তার সমস্ত অনুভুতিতে শুন্যতা সঞ্চারিত হতে থাকে। এক দিন সে প্রশ্নও করেছিল,'তোমার কি হয়েছে সত্যি করে বলবে কি?'

-তোমার কি মনে হয় আমি মিথ্যা বলি? ঝপাটে উত্তর দিয়েছিল তাহের।

-মিথ্যা বল না সত্য বল আমি জানিনা। তবে এটুকু সত্য যে তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছো।

-মোটেও না।

-মোটেও নাতো এসব কি ?

-কিসব কি ?

- কি সব কি জাননা? প্রতিটা রাত খাবার নিয়ে বসে থাকি। অপেক্ষা করি ঘন্টার পর ঘন্টা। ফেরার পরেও বল খেয়ে এসেছ। কোথায় খাও তুমি? সিগারেট খাও একটার পর একটা। কিসের টেনশন তোমার এত? ফেরার পরে তুমি থাক ক্লান্ত পরিশ্রান্ত! কেন? তুমি মনে কর বুঝিনা কিছু না?

কথাগুলি বলে সোফায় বসে পড়েছিল শাহানা। তাহের নিরুত্তর দাঁড়িয়েছিল।

তিন

শাহানাকে আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। একদিন ঠিকই জেনে গেল তার স্বামীর কৃতকর্মের কথা। তাহের সন্ধ্যার পরে ঘরে ঢুকলো। শাহানা বলল, 'কিছু খাবে?' তাহের উত্তর দিল, 'না'। 'চা করে দিব ?' একটু ভেবে বলল,'দাও।'

তাহের বাথরুমে গেল ফ্রেশ হতে। এরই মধ্যে ওর নতুন মোবাইলটি বেজে উঠল। কখন কিনেছে তাও বলেনি। শাহানা রিসিভ বাটনে টিপ দিয়ে কানে ধরল। একি! মেয়ে কন্ঠের আওয়াজ। বড় হন্তদন্ত মনে হচ্ছে। 'তাহের তুমি কোথায়? কখন আসবে? তাড়াতাড়ি আস আমার এখানে। সর্বনাশ হয়ে গেছে। রাশেদ সব জেনে ফেলেছে। আমাকে মারধরও করেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার সাথে দেখা কর। ভাল লাগছেনা। সব উলট পালট মনে হচ্ছে। এখন রাখি। সাক্ষাতে কথা হবে।'

স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে রইল শাহানা মোবাইল হাতে। সব জেনে ফেলেছে । কি জেনে ফেলেছে? সব কিছু জট পাকিয়ে যাচ্ছে। এলোমেলো লাগছে দুনিয়াটা। বুকের ভিতরটা চিন চিন করছে। পা যেন অবশ হয়ে গেছে। আকাশটা ভেঙ্গে পড়েছে মাথার উপর।

সে খুব অন্য মনস্ক হয়ে চায়ের চুলা জ্বালালো। আপন দহনও জ্বলছে সাথে সাথে। তাহলে কি এই ছিল তার কপালে। এই জন্যই এত দুরত্ব, এত অবজ্ঞা, অবহেলা ! সব কিছু জট পাকালেও বুঝতে আর বাকী রইলনা তাহেরের পরকিয়ার ব্যাপারটি। তবে তার বিয়ের আগের না পরের ? চাটা নিয়ে ধির পায়ে ঘরে ঢুকলো শাহানা। তাহের নেই। আবার বুকটা ব্যাথায় ভরে উঠলো। তাহলে কি সে তাহেরকে হারিয়ে ফেলেছে। এখন সে কি করবে ? কার কাছে যাবে ? বাবা মাকে কি বলবে ? কি করে বলবে এসব কথা ? মনে হচেছ বুকের ভিতর থেকে কেউ হৃদয়টাকে দস্যুর মত ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।

মোবাইলে নাম দেখেছিল 'নীলা'। কে এই নীলা? কোথায় থাকে সে ? তার কাছে যাবে সে। অনুরোধ করবে তাকে, যেন সে তাহেরকে ছেড়ে দেয়। প্রয়োজনে পায়ে পড়বে।

চার

বেশ কয়েকদিন থেকে শাহানার শরীরটা ভাল যাচ্ছেনা। স্কুলেও যাওয়া হচ্ছেনা। খাওয়া দাওয়ায় অরুচি এসে গেছে। মনটাই ভেঙ্গে গেছে। তার স্বাধের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। কি করে ভাল থাকে সে। এ সব অবস্থায় তাহেরের একটু দয়া হয়েছে। শাশুড়ীকে নিয়ে এসেছে। দয়াও ঠিক বলা যায়না, খাওয়া দাওয়ার বড় অসুবিধা হচ্ছিল। শাহানার মাথা ঘুরাচ্ছে বেশ কয়েকদিন থেকে। ডাক্তারের কাছে নেওয়ার পর ডাক্তার পজিটিভ বলেছে। শাহানার মা বাবা মহাখুশি। এই প্রথম বারের মত নানা নানী হওয়ার অনুভূতি খুবিই ভাল লাগছে তাদের। তাহেরকেও খুশি দেখলো সে। খবর শুনে সে খুশি হবে কি না বুঝতে পারছেনা। অথচ এই খবরে তার মত মনে হয় খুশি হওয়ার মানুষ পৃথিবীতে একটিও খুঁজে পাওয়া যেতনা।

খুশি হওয়া হোক আর না হোক অবস্থার প্রেক্ষিতে শাহানাকে লম্বা ছুটি নিতে হল। ডাক্তার তাকে পুরো বিশ্রামে থাকতে বলেছে। ইদানিং সে লক্ষ্য করছে তাহের তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরছে। শাশুড়ীকে জিঞ্জেস করে বিশেষ কিছু লাগবে কি না। শাহানার পাশে বসে শাহানাকে জিঞ্জেস করে বিশেষ কিছু খেতে ইচ্ছে করছে কি না। শাহানা বলল, 'না কিছু খেতে ইচ্ছে করছেনা। তুমি একটু বসবে আমার পাশে।' তাহের পাশে বসলো। শাহানার কপালে হাত রাখলো। শাহানার মনে হল যেন খরতাপে গ্রীষ্মময় শুষ্ক পৃথিবীতে অনেক দিন পরে বৃষ্টি হল।

মনে হতে লাগল বাবা হওয়ার খুশিতে তাহের নীলা নামের মেয়েটাকে আস্তে আস্তে ভুলতে বসেছে। নিশ্চয় মেয়েটা তাকে ফাঁসাতে চাইছিল। শাহানাও দিন দিন সুস্থ হতে লাগল। তাহের প্রায়ই বাইরে থেকে একটা না একটা কিছু কিনে আনছে নতুন অতিথির জন্য। একটা ঘর ভরে উঠল খেলনাতে। নতুন করে ভাবতে লাগল তার স্বপ্ন, তার সংসার সাজাবার কথা। তাদের ঘরে সন্তান আসছে এর চেয়ে বড় খুশি আর সুখের কথা আর কি হতে পারে। পেটের দিকে তাকিয়ে তার উপর আলতো করে হাত বুলাতে বুলাতে আগত সন্তানকে অস্ফুট ধন্যবাদ জানাল শাহানা।

পাঁচ

দশ মাস অপেক্ষা করার পর শাহানার ঘর ভরে এল এক চাঁদের টুকরা। দুজনের মতই চেহারা পেয়েছে সে। শাহানার মা-বাবা নানা নানী হয়ে ভীষণ খুশি। তাহেরও খুব খুশি। ছেলে হওয়ার খুশিতে পুরো হাসপাতালের মানুষকে মিষ্টি খাওয়াল। ছেলের নাম রাখা হল 'তাহ্সিন'। বাবার সাথে মিল করেই রাখল শাহানা।

একমাস-দু'মাস-ছয়মাস বেশ ভালই কাটছিল তার সংসারে। সারাক্ষণ ছেলেকে নিয়ে ব্যাস্ত থাকত। ছেলের সাথে কথা বলত, খেলত, হাসত। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে অশনি সংকেতের ঘন্টা আবার বেজে উঠল। তাহের আবার আগের মত ব্যাস্ত হয়ে উঠল। মাঝেমধ্যে এক দুই দিন করে বাসায় আসা বন্ধ করে দিল। জানাত অফিসের কাজে বাইরে ছিল।

ছয়

এক দিন তাহের অফিস থেকেই ফোন করল সে অফিসের কাজে দুরে যাচ্ছে। ফিরতে ক'য়েক দিন লাগবে। এখন বাসায় আসা সম্ভব হচ্ছেনা অফিসের বস্ যাচ্ছে সাথে। কিন্তু সেই কয়েকদিন বেশ কয়েকদিন হয়ে গেছে, তাহেরের কোন খবর নেই। অফিসের কেউ জানেনা কোথায় গেছে। পরিচিত সব জায়গায় ফোন করা হয়েছে কেউ কিছু বলতে পারেনি। শুধু জানা গেছে ব্যাংক থেকে বেশ কিছু টাকা উঠিয়েছে। শাহানার দিন যাচ্ছে অস্থির অপেক্ষায়। কোন বিপদ আশংকায় নাজামান্তে দোয়া করতে লাগল খোদার কাছে যেন আল্লাহ তাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করে। শাহানার মা বাবাও খুব অসহায় হয়ে পড়েছে। কি করবে ভেবে পাচ্ছেনা। তারাও বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ খবর নিয়েছে। শেষাবধি পুলিশকে খবর দিবে বলে ভাবছে। ঠিক এই ভাবাভাবি সময়ের মধ্যে রাশেদ নামের এক ভদ্রলোকের ফোন এল। তার কাছে তাহেরের খবর আছে । কিন্তু সে শাহানার সাথে দেখা করতে চায়। শাহানার বাবা তাকে ঠিকানা দিল।

যথা সময়ে রাশেদ এসে উপস্থিত হল। সাথে দশ বছরের একটি মেয়ে ও পাঁচ বচরের একটি ছেলে। তারা ড্রয়িংরুমে বসল। শাহানার মা বাচ্চার কাছে ছিল। শাহানা সালাম দিয়ে ভিতরে ঢুকল।

-আপনাকেতো চিনতে পারলাম না।

-আমি রাশেদ। আমিই ফোন করেছিলাম।

-ও

-মনে হয় আমাকে চিনতে পারেননি। আমি নীলার হাসব্যান্ড।

শাহানা চমকে উঠল। অনেক দিন পর এই নামটা তার চোখে ভেসে উঠল। এই সেই নীলা তার স্বামীর প্রেমিকা। স্বামীর প্রেমিকা বলতে আর দ্বিধা নেই তার। এই মেয়েটিই তার স্বামীকে তার কাছ থেকে অনেক দুরে নিয়ে গেছে। ঠিকানার বাইরে, মনের বাইরে, আশার বাইরে। সব চিন্তা থেকে ফিরে এল এবং মনের সন্দেহ থেকে শাহানা জিজ্ঞেস করল,

- আপনি কি কিছু জানেন রাশেদ সম্পর্কে ?

- আমিতো জানি। আপনি কি কিছুই জানেন না ?

-শুধু জানি তাহের আমার কাছে নেই।

-ওরা দু'জন এক সাথে আছে।

-কারা দু'জন ?

-আমার স্ত্রী নীলা আর আপনার স্বামী তাহের। আমাদের কাছে ওরা ডিভোর্স পেপার পাঠিয়েছে। আমি পেয়ে গেছি আপনিও পেয়ে যাবেন শিঘ্রই। আমি তেমন কোন কিছু চিন্তা না করেই সাইন করে দিয়েছি, শুধু এটুকু চিন্ত া করে যে এমন স্ত্রীর আমার আর দরকার নাই। যে স্ত্রী তার স্বামীকে বুঝেনা এমন কি তার অবলা বাচ্চাদের বুঝেনা। যে স্ত্রী তার স্বামীকে ছেড়ে নিজের ইচ্ছায় অন্য এক জন পুরুষের হাত ধরে চলে যেতে পারে তাকে ধরে রেখে আর লাভ কি বলুন। আমার বড় মেয়েটা কিছুটা বুঝতে পেরেছে এবং ঘৃণাও করে কিন্তু ছোট ছেলেটার হরদফা 'মা কই, মা কোথায় গেছে' এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনা। আমার জন্য না আমার ছেলে মেয়ের জন্য অনেক ফিল করছি। আমরা আজই এদেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাচ্ছি।

কথাগুলি বলতে বলতে রাশেদের গলা ধরে এসেছিল। আবারও বললেন, 'আমার জন্য যতটুকু না খারাপ লাগছে তার চেয়ে বেশী খারাপ লাগছে আপনার জন্য। আমি এদের কখনও ক্ষমা করবনা, আমার ছেলেমেয়েরা করবেনা। আপনিও করবেন না। এরা পৃথিবীর কলঙ্ক, জাতির কলঙ্ক। এরা শুধু নিজের ইচ্ছাটাকেই বুঝে। অন্যের কষ্টটাকে বুঝতে চেষ্টা করেনা।

শাহানা শুধু শুনেই যাচ্ছে। কিছুই বলতে পারছেনা। মনে হয় তার শুধু শুনার সময় এসেছে। বলার সময় ফুরিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগেই পাশের ফ্ল্যাটের মহিলা এসে বলে গেল, 'পুরুষদের ধরে রাখতে হয়, বুঝছো ? পুরুষদের ধরে রাখতে হয়। পুরুষ জাতি হল পানির মত যেদিকে ঢাল পাবে ওদিকেই গড়াবে। যে পাত্রে রাখবে ও পাত্রেরিই রং ধরবে। এদের কোন রং নাই এরা মেয়েদের রংগে রঞ্জিন।'

ছোটগল্প "ফাটল"

সেখানেও শাহানা কিছু বলতে পারেনি। মহিলার কথাগুলিকে তার মন্দ মনে হয়নি। হাজারো অবজ্ঞায় ধৈর্য্য ধরেছে সে। আদরে সোহাগে ভরিয়ে দিতে চেয়েছে। সব কিছু উজাড় করে দিয়েছে নিজেকে বিলীন করে। কোন্ রংয়ের অভাব ছিল তার, যে জন্য তাহের কে ধরে রাখতে পারলনা সে।

–যাই আপা। ভাগ্যে থাকলে আবার কখনো দেখা হবে। রাশেদ বলল। সম্বিত ফিরে পেল শাহানা।

–আপনি আপনার ছেলে মেয়েদের নিয়ে সুখে থাকুন এই দোয়া করি। রাশেদদের বিদায় দিয়ে আসমানসম বোঝা মাথায় নিয়ে আস্তে আস্তে ছেলের পাশে এসে বসল শাহানা। লক্ষ দুশ্চিন্তা ঘিরে বসেছে তাকে। দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছে তাহেরকে হারিয়ে ফেলেছে সে। ফিরে পাবার সম্ভাবনা নাই। সে আর ফিরে আসবেওনা। তার যদি কোন অন্যায় হয়ে থাকে সে শুধরে নিত। কোন খারাপ আচরণ সে পাল্টে নিত। আমাকে না হয় বাঁদী করেই রাখতো। কিন্তু কেন এমন করে আমার এই চাঁদের টুকরা কোলের শিশুটাকে বাপহারা করল সে। কিভাবে পারছে সে আমার এই দুধের শিশুটিকে ভুলে থাকতে। তার কি একবারও মনে পড়ছেনা তাহসিন বাপ ছাড়া কিছুই বুঝেনা। অফিস থেকে আসার পর বাপের আওয়াজ শুনে কিভাবে সে বিছানা থেকে উঠে যেতে চায়। আজও তার ছেলেটি তাকে খুঁজছে এদিক ওদিক তাকিয়ে। শাহানার চোখের পাতা ভিজে এল। ছেলের মাথায় হাত রেখে নিজেকে আর সংবরন করতে পারছেনা। তার খুব খুওব কষ্ট হচ্ছে। চোখ ফেটে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে সমস্ত দুঃখের বন্যা। বুকটা ফেটে যাচ্ছে তার নিজের জন্য যতটুকু না তার ছেলেটির জন্য অনেক বেশি। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে অপ্রতিরোধ্য নিরন্তর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল যা আর কখনো শেষ হবার নয়।

তাদের এই দুই সংসারের ফাটলে কি তাহের আর নীলা সুখে থাকতে পারবে ? তা একমাত্র নিয়তির মালিক সৃষ্টিকর্তাই জানেন।

.. ..